বীজ অঙ্কুরোদগম পদ্ধতি এবং পরিচর্যা

ক. বীজ শোধনের পদ্ধতি

- প্রতি ১০০০ গ্রাম বীজের জন্য ৫ গ্রাম ট্রাইকোডার্মা ভিরিডি মিশ্রণ দিয়ে বীজ শোধন করতে হবে
  - **পদ্ধতি**
- ট্রাইকোডার্মাতে পরিমান মতো জল মিশিয়ে ভালো করে মাখাতে হবে/ বীজের ওপর জলের ছিটা দিয়ে বীজগুলিকে ট্রাইকোডার্মা ভিরিডির পাউডার ছড়িয়ে দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে নিতে হবে।
- বীজগুলো শুকিয়ে গেলে গ্র-ব্যাগে বপন করতে হবে।

খ. বরবটি, শসা, ঝিঙা

- বীজ সাধারণত সরাসরি মাটিতে স্থানান্তরিত করা হয়, তবে খেয়াল রাখতে হবে বীজের মুখগুলি যেন নিচের দিকে থাকে।
- মাটিতে স্থানান্তরের পর পরিমান মতো জল দেওয়া অত্যন্ত জরুরী।
- সাধারণত ২ ঘন্টার মধ্যে বীজ ফেটে যায় এবং ২৪ ঘন্টার মধ্যে গাছ মাটির ভেতর থেকে দেখতে পাওয়া যায়।

গ. লাল শাক

- মাটিতে রস থাকলে বীজ ভেজাতে হবেনা, তবে রস না থাকলে বীজগুলো ৩ ঘন্টা জলে ভিজিয়ে মাটিতে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং পরে খবর কাগজ দিয়ে গ্রো-ব্যাগের মুখে ঢাকা দিতে হবে।
- ৩৬ ঘন্টা পর চারা গাছ বেরিয়ে আসে।

ঘ. পরিচর্যা

- বীজ মাটিতে বপনের পর খবর কাগজ দিয়ে ঢাকা দেওয়া প্রয়োজন।
- বীজ গ্রো-ব্যাগের মাটির মধ্যে ১ থেকে ২ ইঞ্চি গভীরে বপন করতে হবে।
- বীজ বপনের পর পরিমান মতো জল দিতে হবে। অতিরিক্ত জল দেওয়া যাবে না।
- বীজ বপনের পর থেকে চারা থেকে দুটি পরিপূর্ণ পাতা বেরানো অবধি দিনে দুইবার এবং এর পরে দিনে একবার করে গাছে জল দিতে হবে।
- গাছে পোকামাকড় বা রোগের আক্রমণ হচ্ছে কিনা সে ব্যাপারে ভালো করে লক্ষ্য রাখতে হবে।